যুক্তিবিদ্যা একটি বিজ্ঞান, না একটি কলা, না উভয়ই ধারনাটির যথার্থতা যাচাই

ক. মানুষ চিন্তাশীল জীব। মানুষ যেহেতু চিন্তা করতে পারে তাই জানা থেকে অজানাকে জানার কৌতুহল চিরন্তণ। জানার মাধ্যমে অজানাকে জানার মানসিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় অনুমান। আর অনুমান ও তার সহায়ক প্রক্রিয়াসমূহ নিয়ে যে বিদ্যা আলোচনা করে তাকে বলা হয় যুক্তিবিদ্যা। অর্থাৎ যে ব্যবহারিক বিজ্ঞান ভ্রান্তিকে পরিহার করে সত্যকে অর্জন করার উদ্দেশ্যে যুক্তিপদ্ধতি বা অনুমান এবং তার সহায়ক প্রক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রন করে তাকে যুক্তিবিদ্যা বলে।

উৎপত্তিগত অর্থে যুক্তিবিদ্যাঃ

যুক্তিবিদ্যার ইংরেজী প্রতিশব্দ **Logic-** এর উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক শব্দ **Logike** থেকে। **Logike** শব্দটি আবার গ্রীক Logos শব্দের বিশেষণ। Logos শব্দের অর্থ চিন্তা বা ভাষা। সুতরাং শব্দগত অর্থে যুক্তিবিদ্যা হলো ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা বিষয়ক বিজ্ঞান। এখানে লক্ষনীয় যে 'চিন্তা' কথাটি খুবই ব্যাপক। মনোবিজ্ঞানে 'চিন্তা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যুক্তিবিদ্যায় 'চিন্তা' বলতে আমরা শুধুমাত্র অনুমানকে বুঝে থাকি।

প্রামাণ্য সংজ্ঞাঃ

যুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি সম্পকে যুক্তিবিদদের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ থাকার ফলে তারা বিভিন্নভাবে যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞাসমূহ হলোঃ

এরিস্টটল এর মতেঃ

এরিস্টটল যুক্তিবিদ্যাকে জ্ঞানের পদ্ধতি নির্দেশকারী প্রারম্ভিক বিজ্ঞান বলেছেন। তার মতে যুক্তিবিদ্যার হল জ্ঞানের পদ্ধতি নির্দেশ করা। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা প্রশাখা সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতির অনুসরণ করে সেটা কলা কিংবা বিজ্ঞান যাই হোক না কেন। আর যুক্তিবিদ্যা চিন্তার বিজ্ঞান হিসেবে এসবের জন্য নিয়মনীতি সরবরাহ করে। যুক্তিবিদ্যার কাজই হল একটি চিন্তা বা আলোচনা কীভাবে সঠিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্ত করা যায় তা নির্দেশ করা কিংবা কীভাবে উপস্থাপন করলে তাকে বৈধ বা অবৈধ বলা যাবে তা বলে দেয়া। এ কারণেই এরিস্টটল যুক্তিবিদ্যা প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করেন।

জে. এস. মিলের যুক্তিবিদ্যার ধারণা (J.S.Mill on Logic):

দার্শনিক ও ইতিহাসবিদ জেমস মিল ও তাঁর স্ত্রী হ্যারিয়েট ব্যা রোর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন উনিশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্রিটিশ দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, নৈতিক ও রাজনৈতিক তাত্ত্বিক **জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩)** । জে এস . মিল যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখেন। তিনি মনে করেন যে, অবরোহ ও আরোহ যুক্তিবিদ্যার এ দুটি শাখার নিয়মই হলো সত্য ও জ্ঞান অনুসন্ধান করা। তাঁর মতে, অবরোহ যুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত সত্যের আলোকে আমাদের সত্য অনুসন্ধানকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এবং বিজ্ঞানের যুক্তিবিদ্যা বা আ রোহ যুক্তিবিদ্যা সত্য আবিষ্কারের জন্য আমাদেরকে প্রয়োজনীয় নিয়ম সরবরাহ করে। মিল তাঁর A System of Logic গ্রন্থে যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞায় বলেন, যুক্তিবিদ্যা হলো আমাদের জ্ঞানগত প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য এমন বিজ্ঞান যা

বিচার বা প্রমাণের মাধমে জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যে উপণীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিগত কাজ ও বৌদ্ধিক ক্রিয়ার মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করে।

যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে যোসেফের ধারণা (Joseph on Logic):

ব্রিটিশ অধ্যাপক হোরস উইলিয়াম ব্রিন্ডলে যোসেফ তাঁর An Introduction to Logic বইয়ে যুক্তিবিদ্যার স্বরূপ নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর বইয়ের **'On the General Character of the Inquiry'** নামক অধ্যায়ে যুক্তিবিদ্যাকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করেন। যোসেফ মনে করেন যে, যুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞান হিসেবে নিজস্ব আলোচ্য বিষয়ের মূলনীতি ব্যাখ্যা করে। যেমন যুক্তিবিদ্যা সংজ্ঞার নিয়ম যৌক্তিক বিভাজনের মূলনীতি, অনুমানের নিয়মাবলি নিয়ে আলোচনা করে। যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু হলো চিন্তা। এ চিন্তা হলো যুক্তিযুক্ত চিন্তা। যেসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করি তার নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা যুক্তিবিদ্যার কাজ। যোসেফের মতে যুক্তিবিদ্যা এমন একটি বিজ্ঞান যা চিন্তার সাধারণ নিয়মগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে। যুক্তিবিদ্যা আমাদের চিন্তার আকারের সাথে সম্পর্কিত। তিনি বলেন যুক্তিবিদ্যা হ লো চিন্তা বিষয়ক বিজ্ঞান বা অধ্যয়ন।

যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে আই. এম. কপির ধারণা (I. M. Copi on Logic):

আমেরিকান অধ্যাপক আরভিং মারমার কপি **(১৮ জুলাই ১৯১৭-১৯ আগস্ট ২০০২)** যুক্তিবিদ্যার মূল কাজকে বিবেচনায় নিয়ে যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কপি মনে করেন যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তি বিদ্যা ব্যবহার করা যায়। যুক্তিবিদ্যার পাঠ আমাদের শুদ্ধ যুক্তি থেকে অশুদ্ধ যুক্তি পার্থক্য করতে সহায়তা করে, জ্ঞান অনুসন্ধানকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং আমাদের আগ্রহের যে কো নো বিষয় বুঝতে সাহায্য করে। যুক্তিবিদ্যা আমাদের বুদ্ধিগত যোগ্যতাকে প্রসারিত করে এবং বাস্তব করে তোলে। যুক্তিবিদ্যা সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ যোগ্য ও শুদ্ধ যুক্তি গঠনে সাহায্য করে।

খ. যুক্তিবিদ্যা একটি বিজ্ঞান, না একটি কলা, না উভয়ইঃ যুক্তিবিদ্যা একটি বিজ্ঞান, না একটি কলা, না উভয়ই- এ প্রশ্ন নিয়ে যুক্তিবিদদের মধ্যে মতোবিরোধ দেখা যায়। এ বিষয়ে তাদের মতবাদকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

(১) বিজ্ঞান হিসাবে যুক্তিবিদ্যাঃ

বিজ্ঞান হিসাবে যুক্তিবিদ্যাকে মূল্যায়ন করার আগে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, কোন একটি জ্ঞানের শাখাকে বিজ্ঞান বলতে গেলে তার মধ্যে কমপক্ষে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট থাকা দরকার। প্রথমত, সেই শাখার নির্ধারিত ও সুশৃখল আলোচ্য বিষয় থাকতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, আলোচ্য বিষয় ব্যাখ্যার জন্য পর্যাপ্ত নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে হবে। এ দুটি শর্তের বিচারে বলা যায় যে, অন্যান্য বিজ্ঞানের মত যুক্তিবিদ্যার কিছু নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় আছে; যেমন যুক্তিপদ্ধতি ও তার সহায়ক প্রক্রিয়াসমূহ।

আবার এসব বিষয়বস্তু ব্যাখ্যার জন্য যুক্তিবিদ্যা নিজস্বভাবে কিছু নিয়ম- কানুন প্রণয়ন করেছে। কাজেই অন্যান্য বিজ্ঞানের মতই যুক্তিবিদ্যাকেও একটি বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে হ্যামিলটন, ম্যানসেল, টমসন প্রমুখ যুক্তিবিদগন মনে করেন যে, "যুক্তিবিদ্যা শুধুমাত্র বিজ্ঞান।"

তাদের মতে, যুক্তিবিদ্যার কাজ হলো যথার্থ যুক্তিপদ্ধতির নিয়ম- কানুন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা, অন্য কিছু নয়। যুক্তিবিদ যোসেফ ও যুক্তিবিদ্যাকে একটি বিজ্ঞান বলে প্রচার করেছেন। তার মতে, "যুক্তিবিদ্যা হলো একটি বিজ্ঞান যা এমন কতকগুলো সাধারণ নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করে যাদের সাহায্য নিয়ে আমরা যে কোন ধরনের বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি।"

(২) কলা হিসাবে যুক্তিবিদ্যাঃ

কলা হিসাবে যুক্তিবিদ্যাকে মূল্যায়ন করার আগে আমাদের জানা দরকার যে, কোন একটি বিষয়কে কলাবিদ্যা বলে পরিচিত হতে হলে তাকে অন্তত দু'টি শর্ত পালন করতে হবে। প্রথমত, সেই বিদ্যাকে বিশেষ কোন কর্ম সম্পাদনের কলাকৌশল শিক্ষা দিতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, তাকে কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। এ দু'টি শর্তের বিচারে বলা যায় যে, যুক্তিবিদ্যা যুক্তিপদ্ধতির নিয়মাবলীকে আমাদের বাস্তব চিন্তাক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কলাকৌশল শিক্ষা দেয়। তাছাড়া, যুক্তিবিদ্যা যে কলা-কৌশল শিক্ষা দেয় তা বিজ্ঞানসম্মত চিন্তধারার উপর নির্ভরশীল কাজেই অন্যান্য কলাবিদ্যার মত যুক্তিবিদ্যাকে একটি কলাবিদ্যা বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে অলড্রিচ ও অন্যান্য পোর্ রয়াল যুক্তিবিদেরা মনে করেন যে যুক্তিবিদ্যা শুধুমাত্র একটি কলাবিদ্যা। তাদের মতে যুক্তিবিদ্যা যুক্তির নিয়মাবলীকে আমাদের বাস্তব চিন্তাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কিভাবে সত্যকে অর্জন করা যায় সে সম্বন্ধে নির্দেশ দান করে। অথাৎ যুক্তিপদ্ধতির নিয়মাবলী ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যুক্তিবিদ্যার উদ্দেশ্য।

Educational Blog Portal in Bangladesh
RESULT BD 24

(৩) বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা হিসাবে যুক্তিবিদ্যাঃ

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, দু'টি মতবাদই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। সে জন্য এদের কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই যুক্তিবিদ মিল এবং হোয়েটলি দু'টি বিরোধী মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বলেন যে যুক্তিবিদা শুধুমাত্র একটি বিজ্ঞান নয়, আবার শুধুমাত্র একটি কলাও নয়। বরং যুক্তিবিদ্যা একাধারে একটি বিজ্ঞান ও একটি কলা। বিজ্ঞান হিসাবে যুক্তিবিদ্যা সঠিক যুক্তিপদ্ধতির নিয়ম-কানুন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দান করে। আবার কলা হিসাবে যুক্তিবিদ্যা এসব নিয়মকে আমাদের বাস্তব চিন্তাক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগে মাধ্যমে সত্যতাকে আবিষ্কার করতে সহায়তা করে। যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীডও একইভাবে যুক্তিবিদ্যাকে বিজ্ঞান ও কলা উভয়রূপে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে যুক্তিবিদ্যার মধ্যে বিজ্ঞান ও কলা উভয় বিভাগেরই গুণাগুণ বর্তমান আছে।

উপসংহারঃ

উপরোক্ত আলোচনার পরিপেক্ষিতে আমরা মিল ওহোয়েটলি মতের সঙ্গে একমত হয়ে একথা বলতে পারি যে, যুক্তিবিদ্যা যেমন একাধারে একটি বিজ্ঞান তেমনি একটি কলাবিদ্যাও বটে। এ প্রসঙ্গে ডান্স সেকাটাস (Duns Scotus) বলেন, যুক্তিবিদ্যা হলো Science of sciences এবং Art of arts। অর্থাৎ, যুক্তিবিদ্যা হলো বিজ্ঞানসমূহের বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যাসমূহের কলাবিদ্যা। এর অর্থ হলো, সব বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার মাঝেই যুক্তিবিদ্যার পরিধি বিস্তৃত।